মৃত্যুর সময় ও কারণ

প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

গবেষণা সিরিজ-২৭

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-1386-1

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৯
পঞ্চম সংস্করণ : জুলাই ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৩
৫	মৃত্যুর সময় পূর্বনির্ধারিত কথাটি বিশ্বাস করার অকল্যাণ	২৪
৬	মৃত্যুর সময় পূর্বনির্ধারিত কথাটি বিশ্বাস করার কল্যাণ	
৭	মৃত্যুর সময় সম্পর্কে আকল/Common sense/বিবেক	২৫
৮	মৃত্যুর সময় সম্পর্কে চিকিৎসাবিজ্ঞান	২৭
৯	মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়	২৯
১০	মৃত্যুর সময় সম্পর্কে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	৩০
১১	মৃত্যুর সময় সম্পর্কে আল কুরআন	৩৫
১২	মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪৪
১৩	যে সকল আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা মৃত্যুর সময় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা সৃষ্টি করেছে সেগুলোর পর্যালোচনা	৫০
১৪	মৃত্যুর সময় পরিবর্তন করা সম্ভব কি না?	৫৫
১৫	আয়ু বৃদ্ধি হওয়ার জন্য মানুষ যা করতে পারে	৫৬
১৬	শেষ কথা	৫৭

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষের ধারণা হলো– মানুষের মৃত্যুর একটি সময় আল্লাহ তা'য়ালা/সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত আছে। নির্ধারিত ঐ সময়েই সকলের মৃত্যু হবে। এক সেকেন্ড আগে বা পরে হবে না। কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ, আকল/Common sense/বিবেক এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী মানুষের মৃত্যুর একটি শেষ সময় নির্ধারিত আছে। ঐ সময়ে কেউ পৌঁছালে সাথে সাথে তার মৃত্যু ঘটবে। আর ঐ নির্দিষ্ট শেষ সময়ের আগে অসংখ্য মুহূর্তে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। এটি নির্ভর করে রোগ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি ও তার চিকিৎসার ধরনের ওপর। জীবনের যেকোনো মুহূর্তে একটি কঠিন রোগ হলে আল্লাহর নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী যদি যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া যায় তাহলে মৃত্যু না হয়ে জীবন চলতে থাকবে মৃত্যুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ের দিকে। আর তা না হলে ঐ রোগে ঐ মুহূর্তে মৃত্যু হবে। এ বিষয়টিই দলিলের ভিত্তিতে পুস্তিকাটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল, Common sense বা বিবেক। তবে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর সে পার্থক্য হলো–

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল, Common sense বা বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক ও মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ/ভিত্তি দৃষ্টিকোণ

- কুরআন : মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ : কুরআনের অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- আকল/Common sense/বিবেক : বুনিয়াদ বা ভিত্তি জ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ-৪২)' নামক বইটিতে। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। আমাদের গবেষণা মতে, সে মূলনীতি ১০টি। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।

৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।

৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। আবার একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ৩টি উৎসের প্রত্যেকটির ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন

রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা মতে, সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের ৪টি মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল, Common sense বা বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস আকল, Common sense বা বিবেক ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। মূলনীতি দুটোর শিরোনাম হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় আছে। তবে নিম্নের দুটি উদাহরণ সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রবাহচিত্রটি অতি সহজে বুঝা যায়। সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। কুরআনের আয়াতও আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। তাই কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণ-১

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

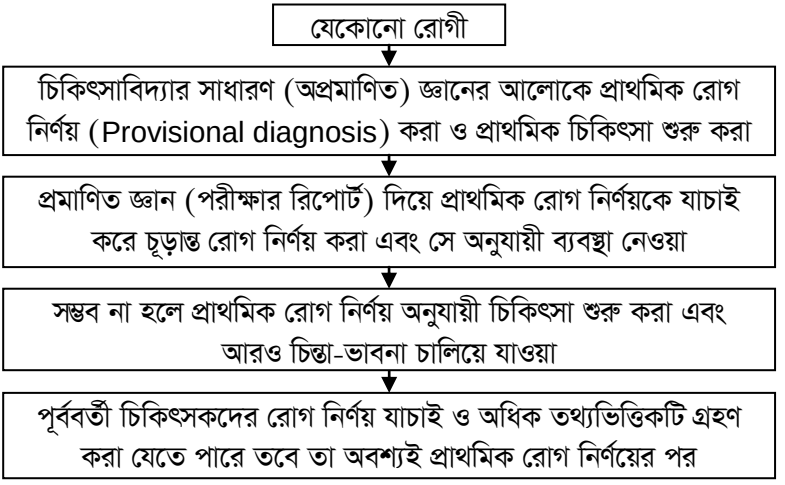

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

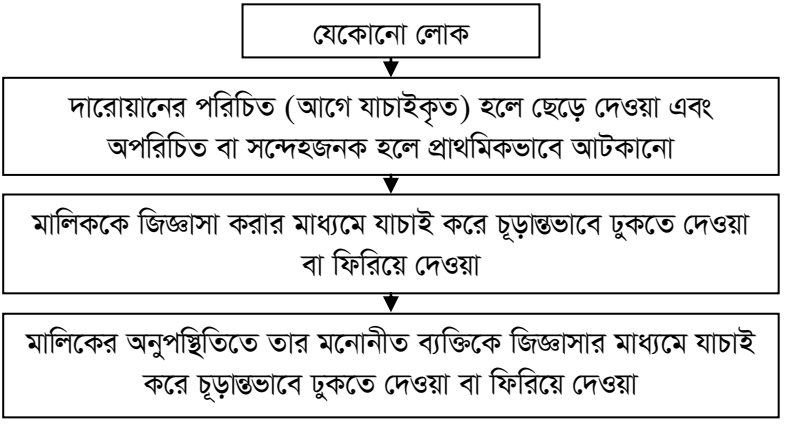

উদাহরণ ২টির লক্ষণীয় বিষয় হলো–

১. জ্ঞানার্জনের (সিদ্ধান্তে পৌঁছার) দুটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।

২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. এরপর মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মালিক) দিয়ে প্রাথমিক রায়কে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

৫. মালিক অনুপস্থিত থাকা সময়ে প্রাথমিক রায়কে মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৬. মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রাথমিক রায় অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা ও আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে হয়।

৭. সবশেষে পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা মনীষীদের মতামত যাচাই করতে হয়।

মহান আল্লাহও জ্ঞানার্জনের জন্য সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস দিয়েছেন। আর নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

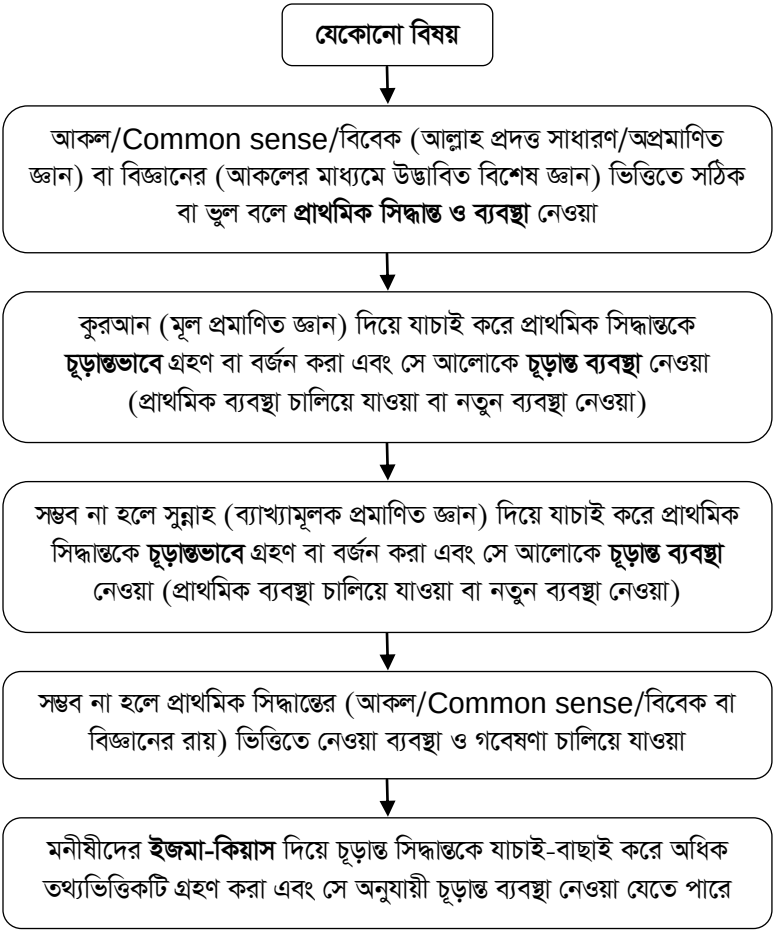

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common

sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ..... ط

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, হিকমাধারী বা মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল, Common sense বা বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

অন্যদিকে কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল বা সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল।

আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

কুরআনের আরবী আয়াত সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

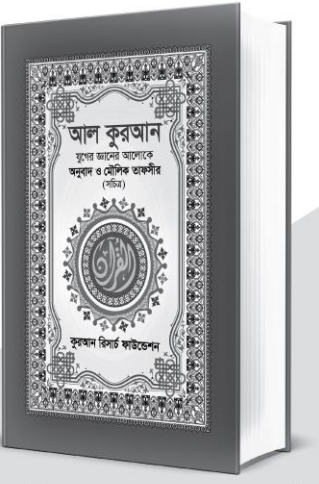

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মূল বিষয়

বিশ্বে মৃত্যুর সময় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হলো– আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। কোনো ব্যক্তি তার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা সময়ের বিন্দুমাত্র আগে বা পরে মৃত্যুবরণ করবে না। অন্যকথায় আয়ু বাড়েও না কমেও না। সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে এ বিশ্বাস বিদ্যমান।

এ বিশ্বাসের কারণেই মানুষ বলে–

১. আমি জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজ করতে ভয় পাই না। কারণ, আমার জন্য আল্লাহ মৃত্যুর যে সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তার এক মুহূর্ত আগে আমার মৃত্যু হবে না।

২. কষ্টকর/ব্যয়বহুল চিকিৎসা আমি নেব না। কারণ, চিকিৎসা নিলেও আমার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা সময়ে আমার মৃত্যু হবে। আর না নিলেও ঐ সময়েই আমার মৃত্যু হবে।

৩. ভয় করিস না, হায়াত থাকলে কেউ মারতে পারবে না।

৪. ইত্যাদি।

বর্তমান চেষ্টার উদ্দেশ্য হলো– কুরআন, হাদীস, আকল/Common sense/বিবেক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের তথ্যের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে দেখা যে, প্রচলিত কথাগুলো সঠিক কি না। আর সঠিক না হলে সঠিক তথ্য কী তা বিশ্বের মানুষকে জানানো এবং এর মাধ্যমে বিশ্বমানবতার বিপুল কল্যাণ করা।

মৃত্যুর সময় পূর্বনির্ধারিত কথাটি বিশ্বাস করার অকল্যাণ

অকল্যাণ-১
শরীর সুস্থ রাখার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণে মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে বা তেমন গুরুত্ব দেয় না। এর ফলে অনেক মানুষের অকালে মৃত্যু হয়।

অকল্যাণ-২
মৃত্যুর অনুঘটকগুলো (রোগ, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইনে যে বিধান নির্দিষ্ট করা আছে, গবেষণার মাধ্যমে তা আবিষ্কার করার আগ্রহ মানুষ হারিয়ে ফেলে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মুসলিম জাতি চিকিৎসাবিদ্যায় পৃথিবীর সকল জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল। মৃত্যুর সময় পূর্বনির্ধারিত কথাটি চিকিৎসাবিদ্যায় তাদের অকল্পনীয়ভাবে পিছিয়ে পড়ার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। কারণ এ তথ্যটি তাদের চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে গবেষণার স্পৃহা কমিয়ে দিয়েছে।

মৃত্যুর সময় পূর্বনির্ধারিত কথাটি বিশ্বাস করার কল্যাণ

প্রচলিত কথাটি জানা ও বিশ্বাস করা ব্যক্তির ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে সাহস অনেক বেড়ে যায়। কারণ সে জানে যে, তার জন্য নির্ধারিত সময়ের আগে সে মরবে না বা কেউ তাকে মারতে পারবে না। তবে ভয়ে বা নির্ভয়ে যে কাজই করা হোক, সে ধরনের কাজের জন্য আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইনে যে ফলাফল নির্ধারিত আছে তা অবশ্যই ঘটবে।

মৃত্যুর সময় সম্পর্কে আকল/Common sense/বিবেক

তথ্য-১

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। এর কারণ হলো– মৃত্যুর কিছু অনুঘটকের (Factor) প্রতিরোধ বা চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার হওয়া ও প্রয়োগ করা। ঐ অনুঘটকের কয়েকটি হলো–

- গুটি বসন্ত
- কলেরা
- পোলিও
- টিটেনাস
- শিশুমৃত্যু
- প্রসূতিমৃত্যু
- হার্ট এ্যাটাক ইত্যাদি

ব্যক্তির আয়ু বাড়লেই কেবল দেশের মানুষের গড় আয়ু বাড়ে।

তথ্য-২

আফ্রিকা মহাদেশের বেশকিছু দেশের মানুষের গড় আয়ু কমছে। এর কারণ হলো– AIDS নামক মৃত্যুর এক অনুঘটকের উদ্ভব ঘটা এবং তার যথাযথ চিকিৎসা করতে না পারা।

তথ্য-৩

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে গাড়ির সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও সড়ক দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনা থেকে মৃত্যুর সংখ্যা উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক কম। এর কারণ হলো– সড়ক দুর্ঘটনা নামক মৃত্যুর একটি অনুঘটকের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়া লোকদের চিকিৎসাব্যবস্থা উন্নত দেশগুলোতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অনেক উন্নত।

তথ্য-৪

জরুরি উন্নত চিকিৎসা দেওয়া দরকার হওয়া রোগে (হার্ট এ্যাটাক) আক্রান্ত হলে দূর পাড়া-গ্রামে থাকা ব্যক্তিকে বাঁচানো সম্ভব নয়। কিন্তু ঢাকায় থাকা ব্যক্তিকে যথাযথ চিকিৎসা দিলে বাঁচানো সম্ভব। এর কারণ হলো– আক্রান্ত হওয়ার পর যথাযথ চিকিৎসা শুরু করতে পারার সময়ের ব্যবধান ঐ ধরনের রোগীর মৃত্যুর একটি অনুঘটক।

♣♣ আকল/Common sense/বিবেকের উল্লিখিত তথ্যগুলোর ভিত্তিতে সহজে বলা যায় যে– মৃত্যুর বিভিন্ন অনুঘটককে (Factor) যথাযথভাবে প্রতিরোধ বা নিরাময় চিকিৎসা করতে পারলে মানুষ বেশি আয়ু পায়। অন্যথায় মানুষ কম আয়ু পায়। অর্থাৎ আয়ু বাড়েও না কমেও না বলে প্রচলিত কথাটি সঠিক নয়।

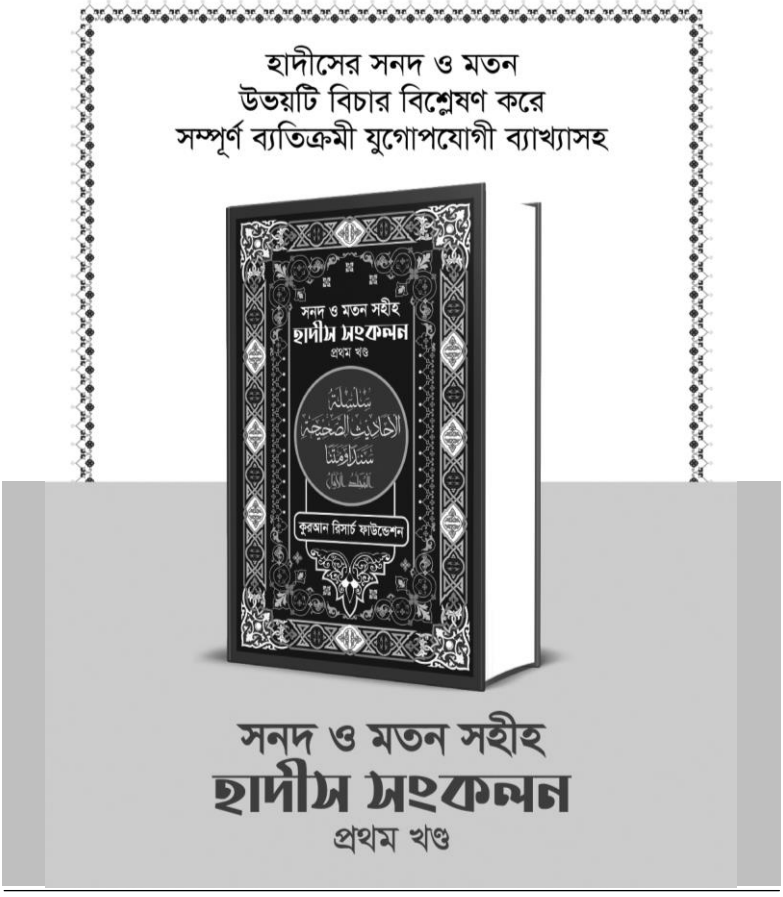

মৃত্যুর সময় সম্পর্কে চিকিৎসাবিজ্ঞান

চিকিৎসাবিজ্ঞানের কিছু সঠিক/প্রতিষ্ঠিত তথ্য

তথ্য-১

পূর্ণবয়সে পৌঁছার পর থেকে মানুষের শরীরের কোষগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে এবং একদিন তা অকেজো হয়ে যায়। এটিকে বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) বলে। তাই কোনো রোগ না হলেও বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের আয়ুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সীমা আছে। যেখানে পৌঁছালে ব্যক্তির অবশ্যই মৃত্যু হবে। কিন্তু মানুষ সাধারণত আয়ুর ঐ শেষ সীমায় পৌঁছাতে পারে না। কারণ রোগ-ব্যাধি মানুষের হয়ই এবং সকল রোগের শতভাগ নির্ভুল চিকিৎসা মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ সাধারণত সকল মানুষ তার আয়ুর নির্দিষ্ট শেষ সীমার আগেই মারা যায়। অন্যকথায় প্রত্যেক মানুষের অকাল মৃত্যু হয়।

তথ্য-২

মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মের পর কয়েকমাস কম থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা শক্তিশালী হতে থাকে এবং পূর্ণবয়সে তা সর্বাধিক শক্তিশালী হয়। এরপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মানের ওপর জীবাণুর মাধ্যমে মানুষের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার মাত্রা নির্ভর করে। তাই জন্মের পর কয়েকমাস মানুষের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমতে থাকে। পূর্ণবয়সকালে মানুষের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম থাকে। এরপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে আবার মানুষের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

তথ্য-৩

দিন যত যাচ্ছে তত নতুন ওষুধ ও চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার হচ্ছে এবং তা প্রয়োগ করে এমন রোগ নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে যা আগে সম্ভব ছিল না।

♣♣ আকল/Common sense/বিবেক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে জানা যায় যে–

১. বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সময় আছে। ঐ সময়ে পৌঁছালে (যা সাধারণত সম্ভব নয়) মানুষকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

২. মৃত্যুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ের আগে রোগ হওয়া এবং তার যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারা বা না পারার ভিত্তিতে প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ুর শেষ সীমার ভেতরে থেকে মানুষ আয়ু বেশি পেতে পারে আবার কমও পেতে পারে।

মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়

১৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে আকল/Common sense/বিবেকের রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো–

১. বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সময় আছে। ঐ সময়ে পৌঁছালে (যা সাধারণত সম্ভব নয়) মানুষকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

২. মৃত্যুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ের আগে রোগ হওয়া এবং তার যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারা বা না পারার ভিত্তিতে প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ুর শেষ সীমার ভেতরে অবস্থান করে মানুষ আয়ু বেশি পেতে পারে আবার কমও পেতে পারে।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া **মৌলিক শতবার্তা**

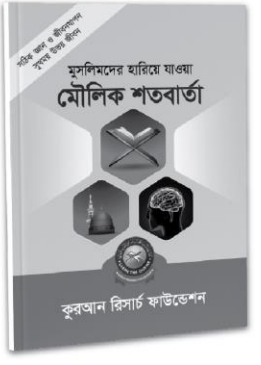

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মৃত্যুর সময় সম্পর্কে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে (ও সুন্নায়) থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে স্পষ্টকরে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকার কারণে বর্তমান মুসলিম জাতি ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রকৃত তথ্য খুঁজে পায়নি। তাই ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান ও 'আমল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহুদূরে। এ কারণে বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কুরআনের সরাসরি বক্তব্য হলো–

... ... فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

... ... প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে– মানুষের মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেকে একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজিতে বলা হয়– What mind does not know eye will not see. এ তথ্যটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য তথ্য।

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Symptoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব হয় নয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালোভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয়। আর সকল চিকিৎসক প্রতিদিন তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখেন।

তাই আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– একটি বিষয় সম্পর্কে সম্মুখ ব্রেইনে থাকা জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেকে আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। তাই এ আয়াত অনুযায়ী– একটি বিষয় ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আকল/Common sense/বিবেকে আগে থেকে ধারণা থাকা ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন উঠতে পারে– কুরআনে উল্লেখ থাকা সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান মানুষের আকল/Common sense/বিবেকে আছে কি? তা অবশ্যই নেই। তবে প্রকৃত বিষয় হলো– আল্লাহ সকল মানুষকে জ্ঞানের তিনটি উৎস দিয়েছেন। কুরআন, সুন্নাহ এবং আকল/Common sense/বিবেক। এ তিনটির মধ্যে আকল মানুষ জন্মগতভাবে তথা সর্বপ্রথম পায়। তাই এটি হলো ভিত্তি উৎস। যেমন একটি ইমারাতের যে অংশটি প্রথমে স্থাপন করা হয় তাকে বলা হয় ভিত্তি। এ তথ্যটা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا. فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا.

আর শপথ মানুষের মনের (অন্তর/Mind) এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় (পার্থক্য করার শক্তি/উৎস)।

(সুরা আশ শামস/৯১ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি 'ইলহাম' নামক এক অতিপ্রাকৃতিক উপায়ে জন্মগতভাবে সকল মানুষকে অন্যায় ও ন্যায় পার্থক্য করার একটি জ্ঞানের শক্তি/উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো আকল/Common sense/বিবেক। আর মানুষ জন্মগতভাবে তথা সর্বপ্রথম পায় বলে এটি ভিত্তি/বুনিয়াদি উৎস।

উৎসটি সম্পর্কে আল্লাহ পরের দুটি আয়াতে বলেছেন–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا.

অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (মন) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (মন) অবদমিত করবে।

(সুরা আশ শামস/৯১ : ৯, ১০)

ব্যাখ্যা : ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে– যে মন তথা মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করবে সে সফল হবে। এ সফলতার কারণ হলো সে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। ফলে জীবন পরিচালনা করে সে সফল হবে।

আর ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে– যে মন তথা মনে থাকা আকল/ Common sense/বিবেককে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। এ ব্যর্থতার কারণ হলো সে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। ফলে জীবন পরিচালনা করে সে ব্যর্থ হবে।

পরবর্তী প্রশ্ন হলো আকলকে উৎকর্ষিত করার উপায় কী? এ বিষয়ে কুরআন–

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ...

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা এমন মনের অধিকারী হতে পারতো যা দিয়ে (কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা দিয়ে (কুরআন ও সুন্নাহ শোনার পর বোঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো। ... ...

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে মানুষ পৃথিবী ভ্রমণ করলে এমন মন ও কানসম্পন্ন হতে পারে যা দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে ও শুনে বুঝতে পারে। এর কারণ হলো– পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানের মানুষের চেহারা, রং, ভাষা, ইবাদাত-উপাসনা, আচার-আচরণ, পোশাক, খাদ্য, বাড়ি-ঘর, শিক্ষা-দীক্ষা, রান্না-বাড়া, পরিবহণ, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, আবহাওয়া ইত্যাদি দেখে মন তথা মনে থাকা আকল উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত আকলের সাহায্যে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞানার্জনের উপায় হিসেবে দেশ ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে–

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) বই পড়া
- Geographic channel দেখা
- Discovery channel দেখা

তাহলে উল্লিখিত আয়াতসমূহের ভিত্তিতে বলা যায়– ওপরে উল্লিখিত উপায়সমূহের মাধ্যমে আকলকে যে যত উৎকর্ষিত করতে পারবে সে তত কুরআন ও সুন্নাহ ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

মৃত্যুর সময় সম্পর্কে আকল ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের তথ্য তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি অর্থাৎ আমাদের সম্মুখ ব্রেইনে আছে। তাই, এখন আমাদের পক্ষে মৃত্যুর সময় সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু একটি বিষয়ে কুরআনে উল্লিখিত দু-একটি তথ্য খুঁজে পেলেই ঐ বিষয়ে কুরআনের রায় জানা হয়ে গেল বিষয়টি

মোটেই এমন নয়। কুরআনের তথ্য ব্যবহার করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি অবশ্যই জানতে হবে।

একজন ব্যক্তির কোনো বিষয়ে কুরআনের অনেক তথ্য জানা আছে কিন্তু তার যদি কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি জানা না থাকে তবে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনের চূড়ান্ত রায় বের করতে শতভাগ ব্যর্থ হবেন। বিষয়টি ঠিক তেমনি, যেমন একজন সার্জারি চিকিৎসকের সার্জারির অনেক তথ্য জানা আছে কিন্তু তার সার্জারির মূলনীতি (Principle of surgery) জানা নেই। এ ধরনের সার্জন অপারেশন করলে তার সকল রোগী মারা যাবে। তাই কুরআন থেকে কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতিসমূহ অবশ্যই জানতে হবে।

কুরআনে থাকা তথ্য পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার নীতিমালা কুরআন ও সুন্নায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সে নীতিমালা বর্তমানে মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে। তাই ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে তাদের জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহুদূরে। কুরআন, হাদীস ও আকল/Common sense/বিবেকের ভিত্তিতে সে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. 'কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই' তথ্যটি সামনে থাকা।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকলের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. 'কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই' বিষয়টি মনে রাখা।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয় উল্লেখ ও তাফসীর না করা।
৯. কয়েক বছর পরপর সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান।

অন্যদিকে কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন বা ব্যাখ্যা করার সাথে আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞানের সাথে বাকি ৯টি মূলনীতির সম্পর্ক হলো–

সম্পর্ক-১

আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভালো জ্ঞান না থাকলে সরাসরি কুরআন অধ্যয়ন করে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়।

সম্পর্ক-২

আরবী ভাষা ও গ্রামারের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি অন্য ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

সম্পর্ক-৩

আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৪

আরবী ভাষা ও গ্রামারের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বোঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভালো জ্ঞান আছে এবং অন্য ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা' (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

মৃত্যুর সময়ের ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায় (আকল/Common sense/বিবেক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের তথ্য) এবং কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি এখন আমাদের মাথায় আছে। চলুন এখন মৃত্যুর সময়ের ব্যাপারে আল কুরআনে কী কী তথ্য আছে তা খোঁজা যাক। তারপর আমরা সে তথ্য ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা অনুযায়ী বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় জানার চেষ্টা করবো।

মৃত্যুর সময় সম্পর্কে আল কুরআন

তথ্য-১

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِیْنٍ ثُمَّ قَضٰۤی اَجَلًا ؕ وَ اَجَلٌ مُّسَمًّی عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ.

তিনিই তোমাদের মাটি থেকে (মাটির মৌলিক উপাদান থেকে) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর (মৃত্যুর) একটি অনির্দিষ্ট (পরিবর্তনশীল) সময় নির্ধারণ করেছেন। আর (মৃত্যুর) একটি সুনির্দিষ্ট (অপরিবর্তনীয়) সময় তার কাছে রয়েছে। এরপরও তোমরা সন্দেহ করো?

(সুরা আল আন'আম/৬ : ২)

ব্যাখ্যা : এখানে মৃত্যুর দুটি মেয়াদের কথা বলা হয়েছে। একটি অনির্দিষ্ট/পরিবর্তনশীল। আর দ্বিতীয়টি সুনির্দিষ্ট/অপরিবর্তনীয়। মৃত্যুর অনির্দিষ্ট মেয়াদ হলো সেটি, যেখানে মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। আর মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট মেয়াদ হলো সেটি, যেখানে পৌঁছালে মৃত্যু অবশ্যই হবে। পরে আসা কয়েকটি আয়াত এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তিতে এটি হলো বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া সময়টি।

তাই এ আয়াত অনুযায়ী মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়টিতে পৌঁছার আগে অসংখ্য অবস্থানে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে থেকে মানুষের আয়ু বেশি হতে পারে আবার কমও হতে পারে।

তথ্য-২

وَ مَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِی الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا یَعْقِلُوْنَ.

আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা যাকে দীর্ঘায়ু দান করি তাকে আমরা সৃষ্টিগত দিক দিয়ে আগের (শিশুকালের) অবস্থায় ফিরিয়ে দেই। তবুও কি তোমরা আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করবে না?

(সুরা ইয়াসীন/৩৬ : ৬৮)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা যাকে দীর্ঘায়ু দান করি তাকে আমরা সৃষ্টিগত দিক দিয়ে আগের (শিশুকালের) অবস্থায় ফিরিয়ে দেই' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে মহান আল্লাহ তাঁর তৈরি বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) সকল মানুষের বোঝার মতো ভাষায় উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন– তাঁর তৈরি সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী যারা দীর্ঘায়ু পায় তাদের শরীরের কোষগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। তাই জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে তারা ধীরে ধীরে শিশুকালের অবস্থায় ফিরে যেতে থাকে। এটিই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process)।

'তবুও কি তোমরা আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করবে না?' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে আল্লাহ মানুষকে তিরস্কার করেছেন বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) দিয়ে জ্ঞানের বুনিয়াদি/ভিত্তি উৎস আকলকে উৎকর্ষিত করে মৃত্যুর সময় সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা না করার জন্য।

তথ্য-৩

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۭ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاۗءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـــًٔا ۭ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۗءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ.

হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করো তবে (ভেবে দেখো) আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর ফোঁটা থেকে, তারপর ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি আঁশবিহীন বস্তু থেকে, তোমাদের কাছে স্পষ্ট করার জন্য। আর আমাদের (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছায় তা (ভ্রূণ) এক নির্দিষ্টকালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থির থাকে তারপর আমরা তোমাদের শিশুরূপে বের করি যেন পরে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হতে পারো। **এরপর তোমাদের মধ্যে (অতাৎক্ষণিকভাবে) কাউকে (আগে) মৃত্যু দেওয়া হয় এবং কাউকে পৌঁছানো হয় হীনতম বয়সে (বার্ধক্যে) যখন একটি বিষয় জানার পরেও তারা**

ভুলে যায়। আর তুমি ভূমিকে দেখো শুকনো, এরপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাতে পানি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং সব ধরনের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত হয়।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রথমে (বোল্ড করা অংশের আগের অংশে) মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তরগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। ১৫০০ বছর আগের এ বর্ণনা এবং বর্তমানকালের মানব শারীরবিজ্ঞানের তথ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আয়াতটির বোল্ড করা অংশে 'বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process)' সকল মানুষের বোঝার মতো ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আয়াতটি অনুযায়ী– কোনো রোগ না হলেও মানুষের শরীরের কোষগুলো একদিন অকেজো হয়ে যাবে। তখন সে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে।

তথ্য-৪

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) প্রাণহরণ করেন মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের নিদ্রার সময়। অতঃপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেন তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের দিকে পৌঁছানোর জন্য। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তা-গবেষণাকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ৪২)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) প্রাণহরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের নিদ্রার সময়' অংশের ব্যাখ্যা– 'মৃত্যু' ও 'ঘুম' এ দুই সময়ে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী মানুষের প্রাণশক্তি আংশিকভাবে উঠে যায়।

'অতঃপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেন তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের দিকে পৌঁছানোর জন্য' অংশের ব্যাখ্যা– ঘুমের মধ্যে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কারো কারো মৃত্যু হয়। আর যাদের মৃত্যু হয় না তারা ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর

তাদের জীবন এগোতে থাকে মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের (বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া সময়) দিকে।

এ বক্তব্য থেকে জানা যায়– ঘুম হলো মৃত্যুর একটি অনুঘটক। আল্লাহর নির্ধারিত অন্য অনুঘটকের প্রভাবে নির্ধারিত হয়– ঘুমের সময় ব্যক্তির মৃত্যু হবে কি হবে না।

'নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তা-গবেষণাকারী সম্প্রদায়ের জন্য' অংশের ব্যাখ্যা– নিশ্চয় এতে অবশ্যই মানব শারীরবিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষা রয়েছে চিন্তা-গবেষণাকারী সম্প্রদায়ের জন্য। চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী ঘুম হলো Physiological death তথা ঘুমের সময় মানুষের কিছু কিছু স্নায়বিক কাজ সাময়িক স্থগিত থাকে। যারা চিন্তাশীল তথা গবেষক, এ তথ্য নিয়ে গবেষণা করলে তারা জীবন-মৃত্যু সম্পর্কিত অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য উদ্‌ঘাটন (Discover) করতে সক্ষম হবে।

পুরো আয়াতটির শিক্ষা–

১. মৃত্যুর দুই ধরনের সময় আছে। একটি অনির্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল। আর অন্যটি সুনির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনীয়।
২. মৃত্যুর একটি অনুঘটক হলো 'ঘুম'।
৩. এক রাতের ঘুমের সময় মৃত্যু না হলে অন্য রাতে তা হতে পারে।

আয়াতটি থেকে তাই জানা যায়– বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছার আগে অনুঘটকের (Factor) প্রভাবে অসংখ্য অবস্থানে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়টির ভেতরে থেকে মানুষের আয়ু বেশি হতে পারে আবার কমও হতে পারে।

তথ্য-৫

وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

আর তিনিই রাতে তোমাদের (অতাৎক্ষণিকভাবে) ওফাত দেন। অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের পুনর্জাগরিত করেন যাতে (মৃত্যুর) সুনির্দিষ্ট সময়টি পূর্ণ করার দিকে এগিয়ে যেতে পারো এবং দিনে তোমরা যে সকল কাজ করো তা তিনি জানেন। অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে, তারপর তোমরা যা করো সে সম্পর্কে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ৬০)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আর তিনিই রাতে তোমাদের (অতাৎক্ষণিকভাবে) ওফাত দেন' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী রাতে মানুষের ঘুম তথা Physiological মৃত্যু আসে।

'অতঃপর দিনে তোমাদের (অতাৎক্ষণিকভাবে) পুনর্জাগরিত করেন যাতে (মৃত্যুর) সুনির্দিষ্ট সময়টি পূর্ণ করার দিকে এগিয়ে যেতে পারো' অংশের ব্যাখ্যা– দিনে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী মানুষ পুনর্জাগরিত হয় বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়টি পূর্ণ করার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

তাই এ আয়াতের ভিত্তিতেও বলা যায়– বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়টিতে পৌঁছার আগে অসংখ্য অবস্থানে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়টির ভেতরে থেকে মানুষের আয়ু বেশি হতে পারে আবার কমও হতে পারে।

তথ্য-৬

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُیُوْخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ یُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর ফোঁটা আকৃতির বস্তু থেকে, তারপর ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু থেকে, অতঃপর তোমাদের বের করে আনেন শিশুরূপে, তারপর তোমরা উপস্থিত হও তোমাদের যৌবনে, অতঃপর হয়ে যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটে তার আগে। আর (এটি জানানো) এজন্য যে তোমরা যেন (মৃত্যুর) সুনির্দিষ্ট সময়ের দিকে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে এবং আকল/Common sense/বিবেককে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পারো।

(সুরা আল মু'মিন/৪০ : ৬৭)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর ফোঁটা আকৃতির বস্তু থেকে, তারপর ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু থেকে, অতঃপর তোমাদের বের করে আনেন শিশুরূপে, তারপর তোমরা উপস্থিত হও তোমাদের যৌবনে, অতঃপর হয়ে যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটে তার আগে' অংশের

ব্যাখ্যা– এ অংশে ভ্রূণ অবস্থা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরের বৈজ্ঞানিক দিক সাধারণ মানুষের বোঝার মতো ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। আধুনিক যুগের মানব শারীরবিজ্ঞান আবিষ্কৃত মানবজীবনের ঐ সকল বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বর্ণনাও একই।

'(এটি জানানো) এজন্য যে তোমরা যেন (মৃত্যুর) সুনির্দিষ্ট সময়ের দিকে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে এবং আকল/Common sense/বিবেককে (উৎকর্ষিত করে) ব্যবহার করতে পারো' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে প্রথমে মানুষের আয়ুর সুনির্দিষ্ট একটি সময় থাকার কথা বলা হয়েছে। ঐ সুনির্দিষ্ট সময় হলো বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়।

এ আয়াতের শেষে পুরো আয়াতটির তথ্য দিয়ে বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞানের উৎস আকলকে উৎকর্ষিত করে মানুষের আয়ুর প্রকৃত তথ্য আবিষ্কারের জন্য কাজে লাগাতে বলা হয়েছে।

তথ্য-৭

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

আর কিসাসের মধ্যে তোমাদের আয়ু রয়েছে হে উলুল আলবাবগণ! যাতে তোমরা আল্লাহ সচেতন হতে পারো। (সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৯)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'কিসাসের মধ্যে তোমাদের আয়ু রয়েছে' অংশের ব্যাখ্যা– কিসাস হলো অন্যায়ভাবে হত্যাকারীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্রুত বিচার করে জনসমক্ষে হত্যা করার বিধান। তাই আয়াতটিতে বলা হয়েছে– অন্যায়ভাবে হত্যাকারীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্রুত বিচার করে জনসমক্ষে হত্যা করার বিধান চালু করতে পারলে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাবে। এর কারণ হলো– এ বিধান চালু হলে অন্যায় হত্যা অনেক কমে যাবে।

'হে উলুল আলবাবগণ! যাতে তোমরা আল্লাহ সচেতন হতে পারো' অংশের ব্যাখ্যা– সুরা আলে ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ নং আয়াত থেকে জানা যায়– 'উলুল আলবাব' হলো প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণ। তাই আয়াতটির এ অংশে প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানীগণকে আয়াতটির তথ্যের ভিত্তিতে তাদের জ্ঞানকে উৎকর্ষিত এবং তা কাজে লাগিয়ে গবেষণা করে জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান উদ্‌ঘাটন (Discover) করতে বলা হয়েছে। অতঃপর সে উদ্‌ঘাটিত জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজে অধিক আল্লাহ সচেতন হতে এবং অপরকে আল্লাহ সচেতন করতে বলা হয়েছে।

জীবন-মৃত্যুর উদ্‌ঘাটিত সে তথ্য হলো– 'অন্যায় হত্যা' মানুষের মৃত্যুর একটি অনুঘটক (Factor)। তাই অন্যায় হত্যাসহ মৃত্যুর যে কোনো অনুঘটক প্রতিরোধ করতে পারলে মানুষের আয়ু বেড়ে যাবে। ব্যক্তির আয়ু বাড়লে দেশের মানুষের গড় আয়ুও বাড়ে।

তথ্য-৮

... ... وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ.

... ... আর না দীর্ঘায়ুদের মধ্য থেকে কেউ আয়ু পায়, আর না কমে তার আয়ু থেকে কিছু (আয়ু) কিতাবে থাকা ছাড়া। নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্য সহজ। (সুরা ফাতির/৩৫ : ১১)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আর না দীর্ঘায়ুদের মধ্য থেকে কেউ আয়ু পায়, আর না কমে তার আয়ু থেকে কিছু (আয়ু)' অংশের ব্যাখ্যা– হ্যাঁ-বোধক করে বললে এ অংশের বক্তব্য দাঁড়ায়– দীর্ঘায়ুদের মধ্যে কেউ আয়ু পায়, আর তার আয়ু থেকে আয়ু কমে। এ অংশে দীর্ঘায়ু পাওয়া ব্যক্তিরা আয়ু থেকে আয়ু বেশি পায় বলা হয়নি, আয়ু পায় বলা হয়েছে। কিন্তু কম আয়ু পাওয়া ব্যক্তিরা আয়ু থেকে আয়ু কম পায় বলা হয়েছে, আয়ু কম পায় বলা হয়নি।

তাই এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ু হলো মানুষের প্রকৃত আয়ু। ঐ প্রকৃত আয়ু থেকে কারো আয়ু কম হতে পারে কিন্তু বেশি হবে না।

'কিতাবে থাকা ছাড়া' অংশের ব্যাখ্যা– মানুষ আয়ু বেশি বা কম যেটিই পাক তা ঘটবে আল্লাহর কাছে থাকা উম্মুল কিতাবে উল্লেখ থাকা প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী।

'নিশ্চয় এটি আল্লাহর জন্য সহজ' অংশের ব্যাখ্যা– অসংখ্য অনুঘটকের (Factor) মিশ্রণের (Permutation and combination) মাধ্যমে মানুষের মৃত্যুর যে অগণিত অবস্থান হতে পারে তা বের করা ও লিখে রাখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার জন্য তা অতিসহজ।

তথ্য-৯

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ... ...

আর আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না। (মৃত্যুর অনুমতি) নির্দিষ্টভাবে লিখিত আছে। ... ...

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৪৫)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না' অংশের ব্যাখ্যা– আল কুরআনের যে সকল স্থানে 'আল্লাহর অনুমতি' কথাটি বলা হয়েছে তার অধিকাংশ স্থানে অতাৎক্ষণিক অনুমতি তথা আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধানের ভিত্তিতে দেওয়া অনুমতি বোঝানো হয়েছে। তাই এ অংশের ব্যাখ্যা হলো– আল্লাহর তৈরি মৃত্যুর প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধানে থাকা অনুঘটকসমূহের যথাযথ মিলন হওয়া ছাড়া কারো মৃত্যু হয় না।

'(মৃত্যুর অনুমতি) নির্দিষ্টভাবে লিখিত আছে' অংশের ব্যাখ্যা– মৃত্যুর প্রোগ্রাম/বিধান নির্দিষ্টভাবে লাওহে মাহফুজে থাকা মূল কিতাবে (উম্মুল কিতাব) লিখিত আছে।

তথ্য-১০

... ... وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ... ...

... ... আর তোমরা আত্মহত্যা করো না। ... ...

(সুরা আন নিসা/৪ : ২৯)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আত্মহত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই আত্মহত্যা করা ইসলামে কবীরা গুনাহ।

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না। আর ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষ ছাড়া কেউ বিয়ে করবে না। মু'মিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(সুরা আন নূর/২৪ : ৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– মুশরিক নারীকে বিয়ে করা মু'মিনদের জন্য নিষিদ্ধ। অর্থাৎ কোনো মু'মিন মুশরিক নারীকে মুসলিম না বানিয়ে বিয়ে করলে সে বড়ো গুনাহগার হবে।

এ দুটি আয়াত থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায়– আত্মহত্যা করা এবং মুশরিক নারীকে মুসলিম না বানিয়ে বিয়ে করা বড়ো গুনাহর কাজ। অন্যদিকে

কুরআন বা সুন্নাহর কোথাও জন্মের সাথে সওয়াব বা গুনাহকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়নি। অর্থাৎ কুরআন বা সুন্নাহর কোথাও বলা হয়নি যে– অমুক ঘর, দেশ বা কালে জন্মগ্রহণ করলে সওয়াব অথবা গুনাহ।

জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ের বিষয়ে কুরআনে উল্লিখিত শাস্তির বিধানের মধ্যে এ পার্থক্যের কারণ হলো–

১. জন্ম কোথায় এবং কখন হবে এ বিষয়ে ভ্রূণ তথা জন্ম নেওয়া মানুষটির ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার কোনো ভূমিকা নেই।
২. মৃত্যু ও বিয়ে বিষয় দুটি ঘটা বা না ঘটার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিরাট ভূমিকা আছে। অর্থাৎ মৃত্যু ও বিয়ে বিষয় দুটির সময় ও কারণ মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারে।

সাধারণ আরবী গ্রামারের তুলনায়
কুরআনিক আরবী গ্রামার অনেক সহজ

কুরআনের ভাষায়
কুরআন বুঝতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

কুরআনিক
আরবী
গ্রামার

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

এ পর্যায়ে এসে সহজে বলা যায়– মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (আকল/Common sense/বিবেক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাহলে ১৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে এসে চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে, মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো–

১. বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সময় আছে। ঐখানে পৌঁছালে (যা সম্ভব নয়) ব্যক্তির অবশ্যই মৃত্যু হবে।

২. মৃত্যুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ের আগে রোগ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি হওয়া এবং তার যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারা বা না পারার ভিত্তিতে প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ুর শেষ সীমার ভেতরে থেকে কেউ বেশি এবং কেউ কম আয়ু পায়।

মৃত্যুর সময় সম্পর্কে হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ..... عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَتِ الْأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ قَالَ: دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ.

ইমাম তিরমিজি রহ. উসামা বিন শরীক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি বিশর বিন মুয়া'জ আলআকাদী রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– উসামা বিন শরীক রা. বলেন, একদিন আমি রসুলুল্লাহ স.-এর সাথে ছিলাম। তখন কিছু আরব এসে রসুলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞাসা করলো, 'হে

আল্লাহর রসুল! আমরা কি রোগের জন্য চিকিৎসা গ্রহণ করবো?' উত্তরে রসুলুল্লাহ স. বললেন, 'হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করবে। আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার চিকিৎসা সৃষ্টি করেননি, শুধু একটি ছাড়া।' তারা জিজ্ঞাসা করলো, সেটি কী? তিনি বললেন, বার্ধক্য।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২০৩৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শেষে থাকা الْهَرَمُ শব্দটির অর্থ অধিকাংশ অনুবাদক লিখেছেন 'মৃত্যু'। এ অর্থ সঠিক নয়। কারণ মৃত্যু কোনো রোগ নয়। শব্দটির অর্থ হলো 'বার্ধক্য'। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী– বার্ধক্য হলো বয়োবৃদ্ধির নিয়মের (Aging process) পরিণতি। বয়োবৃদ্ধির নিয়মে যৌবনের পর মানুষের আয়ু যত বাড়তে থাকে শরীরের কোষগুলো তত দুর্বল হতে থাকে এবং একদিন কোনো রোগ ছাড়াই কোষগুলো মারা যায়। ওষুধ এটিকে বিলম্বিত করতে পারে কিন্তু বন্ধ করতে পারে না। বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ু হলো মানুষের প্রকৃত আয়ু। আর এ আয়ুর শেষ সময় নির্দিষ্ট। তবে মানুষ আয়ুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ে পৌঁছাতে পারে না। কারণ মানুষের রোগ হয়ই এবং সকল রোগের শতভাগ সঠিক চিকিৎসা মানুষের পক্ষে জানা ও প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

তাই হাদীসটির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. জানিয়ে দিয়েছেন– রোগ হলে চিকিৎসা নিতে হবে। কারণ বার্ধক্য ছাড়া সকল রোগের আল্লাহর তৈরি করা চিকিৎসা পদ্ধতি/প্রোগ্রাম প্রকৃতিতে বিদ্যমান আছে। তাই রোগে মানুষের মৃত্যু হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে রোগ ও প্রদত্ত চিকিৎসার ধরনের ওপর। কঠিন রোগ হলে মহান আল্লাহর তৈরি করা প্রোগ্রাম অনুযায়ী চিকিৎসা তথা সঠিক চিকিৎসা (ওষুধ, অপারেশন ইত্যাদি) দিতে পারলে রোগী সেরে উঠবে। অন্যথায় ঐ সময় এবং ঐ রোগে মানুষের মৃত্যু হবে।

তাই হাদীসটি অনুযায়ী–

১. বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সময় আছে। ঐখানে পৌঁছালে ব্যক্তির অবশ্যই মৃত্যু হবে।
২. মৃত্যুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ের আগে রোগ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি হওয়া এবং তার সঠিক চিকিৎসা (আল্লাহর প্রণয়ন করা প্রোগ্রাম অনুযায়ী চিকিৎসা) দিতে পারা বা না পারার ভিত্তিতে প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের মৃত্যু হতে পারে আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির নিয়ম

অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ুর শেষ সীমার ভেতরে থেকে কেউ বেশি এবং কেউ কম আয়ু পায়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন মুসান্না থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন– আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার ওষুধ সৃষ্টি করেননি।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৩৫৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ইতিবাচকভাবে বললে হাদীসটির বক্তব্য দাঁড়ায়– আল্লাহ যত রোগ অবতীর্ণ করেছেন তার চিকিৎসাও অবতীর্ণ করেছেন।

তাই হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– রোগ যত কঠিনই হোক, সঠিকভাবে নির্ণয় (Diagnosis) করে রোগটির জন্য আল্লাহর অবতীর্ণ করা চিকিৎসা তথা সঠিক চিকিৎসা প্রয়োগ করতে পারলে রোগী সেরে উঠবে। অন্যথায় ঐ রোগে ঐ সময়ে মানুষ মারা যাবে।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ..... عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

ইমাম মুসলিম রহ. জাবির রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হারুন বিন মা'রুফ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন– সকল রোগের জন্য ওষুধ (চিকিৎসা) আছে। যখন সঠিক ওষুধ রোগের জন্য প্রয়োগ করা হয় তখন রোগী আল্লাহর ইচ্ছায় সেরে ওঠে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৮৭১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালার অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সেরে ওঠার অর্থ হলো আল্লাহর আগে তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী সেরে ওঠা।

তাই এ হাদীসটি থেকেও জানা যায়– রোগ নিরাময় হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে আল্লাহর তৈরি করে রাখা রোগ নিরাময়ের প্রোগ্রাম অনুযায়ী তথা সঠিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা দিতে পারা বা না পারার ওপর।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مَالِكٌ ... ... عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَصَابَهُ جُرْحٌ. فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ. وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ. فَزَعَمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَهُمَا أَيُّكُمَا أَطَبُّ؟ فَقَالاَ: أَوَفِي الطِّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الْأَدْوَاءَ.

ইমাম মালেক রহ. যায়েদ বিন আসলাম রা.-এর বর্ণনা সূত্র ধরে তার 'আল-মুয়াত্তা' গ্রন্থে লিখেছেন– যায়েদ বিন আসলাম রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স.-এর সময় এক ব্যক্তি আহত হয় এবং তার ক্ষতে পচন ধরে। রসুলুল্লাহ স. লোকটির চিকিৎসার জন্য বনি আনসার গোত্র থেকে দুজন চিকিৎসককে ডেকে পাঠান। তারা আসলে রসুলুল্লাহ স. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত ভালো চিকিৎসক? তারা উত্তরে বললো, 'হে আল্লাহর রসুল! চিকিৎসায় কি ভালো-খারাপ আছে?' যায়েদ রা. বলেন, রসুল স. বললেন– 'যিনি রোগ পাঠিয়েছেন তিনি ওষুধও পাঠিয়েছেন'।

- মালিক, *আল-মুয়াত্তা*, হাদীস নং-২৭৪০।
- সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে থাকা শাহেদ হাদীসের ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ।
- হাদীসটির মতনও সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– একজন সাহাবীর পচন রোগের চিকিৎসার জন্য দুজন চিকিৎসকে ডেকে পাঠানো হয়। চিকিৎসক দুজন আসলে রসুল স. জানতে চান কে তাদের মধ্যে ভালো চিকিৎসক। চিকিৎসকদ্বয় তখন জানতে চায় চিকিৎসায় ভালো-খারাপ আছে কি না? চিকিৎসকদ্বয়ের প্রশ্নটি করার কারণ হলো তাদের জানা ছিল– মৃত্যুর সময়, কারণ ইত্যাদি আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত। তাই ভালো বা খারাপ যে চিকিৎসকই চিকিৎসা করুক মৃত্যুর আল্লাহর নির্ধারণ করা সময় হলে ব্যক্তির অবশ্যই মৃত্যু হবে। চিকিৎসকদ্বয়ের কথার উত্তরে রসুল স. বলেন– 'যিনি রোগ অবতীর্ণ করেছেন তিনি ওষুধও অবতীর্ণ করেছেন'। এ কথার মাধ্যমে রসুল স. জানিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যেক

রোগের সাথে মহান আল্লাহ সেটির ওষুধও পাঠিয়েছেন। তাই যে চিকিৎসক অধিকতর সঠিক রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও অধিকতর সঠিক ওষুধ (চিকিৎসা) দিতে পারবে তার হাতে রোগী সেরে ওঠার সম্ভাবনা বেশি হবে।

তাহলে এ হাদীস থেকেও জানা যায়, রোগ-ব্যাধিতে মৃত্যু হবে কি হবে না তা নির্ভর করে রোগ ও তার চিকিৎসার ধরনের ওপর। অর্থাৎ কঠিন রোগ হলে সঠিকভাবে নির্ণয় (Diagnosis) করে সঠিক ওষুধ (চিকিৎসা) দিতে পারলে রোগী সেরে ওঠে এবং তার জীবন এগোতে থাকে বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া মৃত্যুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ের দিকে। আর সঠিক ওষুধ না দিতে পারলে ঐ রোগে ঐ সময়ে মানুষের মৃত্যু হয়।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... عَنْ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ.

ইমাম তিরমিজি রহ. আবু খোজামা রা. এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি ইবনে আবী ওমর রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন, আবু খোজামা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি একদিন রসুলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞাসা করলাম– আমরা যে মন্ত্র পাঠ করি, ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করি বা বিভিন্ন উপায়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করি সেটি আল্লাহর নির্ধারণ করা বিধিলিপি/ভাগ্যের কিছু প্রতিরোধ করতে পারে কি? রসুল স. বলেন, তোমাদের ঐ সকল চেষ্টাও আল্লাহর নির্ধারণ করা প্রোগ্রামের (কদর) অন্তর্ভুক্ত।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২০৬৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মাধ্যমে জানা যায়– একজন সাহাবী রসুল স.-এর কাছে জানতে চান, মানুষ বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে সকল মন্ত্র পাঠ করে, রোগ নিরাময়ের জন্য যে চিকিৎসা নেয় বা বিভিন্ন উপায়ে আত্মরক্ষার যে চেষ্টা করে সেগুলো আল্লাহ নির্ধারণ করা বিধিলিপি/ভাগ্যের কিছু প্রতিরোধ করতে পারে কি না? সাহাবীর ঐ প্রশ্নের উত্তরে রসুল স. বলেন– মানুষের ঐ সকল প্রচেষ্টা আল্লাহর তৈরি করে রাখা কদর তথা প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মানুষের ঐ সকল প্রচেষ্টা সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো ঘটার অনুঘটকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।

তাই এ হাদীসটি থেকেও জানা যায়– মৃত্যু হবে কি হবে না তা নির্ভর করে রোগ ও তার চিকিৎসার ধরনের ওপর। অর্থাৎ রোগ নিরাময় হওয়া বা না হওয়া অথবা আয়ু বেশি পাওয়া বা না পাওয়া নির্ভর করে রোগ হলে তার সঠিক চিকিৎসা দিতে পারা বা না পারার ওপর।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী অনেক হাদীস আছে। আর তা থাকারই কথা। কারণ রসুল স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্যই হলো– কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করা।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

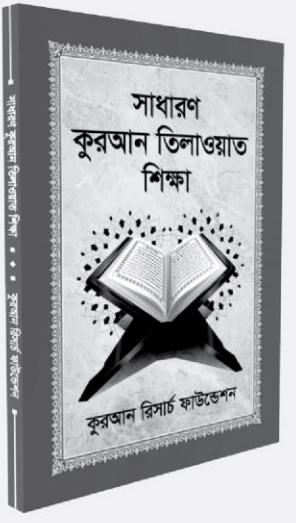

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

যে সকল আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা মৃত্যুর সময় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা সৃষ্টি করেছে সেগুলোর পর্যালোচনা

তথ্য-১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ. وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ. وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণ) থেকে ভুলিয়ে না রাখে। আর যারা এমন করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। আর আমরা তোমাদেরকে যে জীবনসামগ্রী দিয়েছি মৃত্যু আসার আগেই তোমরা তা থেকে ব্যয় করবে। অন্যথায় মৃত্যু এলে সে বলবে– হে আমার রব! যদি আমাকে আরও কিছু সময়ের অবকাশ দিতেন তবে আমি দান-সাদকা করতাম এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) মানুষকে অবকাশ দেন না, যখন তার নির্ধারিত সময় (মৃত্যু) উপস্থিত হয়। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অবহিত।

(সুরা আল মুনাফিকুন/৬৩ : ৯-১১)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : এ আয়াতের 'প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় যখন এসে যায় তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেন না' অংশ এবং আরো কিছু আয়াতের একই ধরনের বক্তব্যের অসতর্ক ব্যাখ্যা থেকে ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে– প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর একটিমাত্র সময়, স্থান ও কারণ নির্দিষ্ট আছে যার কোনো ব্যতিক্রম হবে না।

প্রচলিত ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

আল কুরআন ব্যাখ্যার ১ নং মূলনীতি হলো– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই। আয়াতে উল্লিখিত অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যাটি পূর্বোল্লিখিত

কুরআন, হাদীস, আকল/Common sense/বিবেক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্যের সরাসরি বিপরীত। তাই ব্যাখ্যাটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

প্রকৃত ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে প্রত্যেক মানুষকে সাদাকা তথা সৎকাজ করে সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ মৃত্যু আসলে চাইলেও আর কেউ সাদাকা করার জন্য অবকাশ/সময় পাবে না।

সে মৃত্যু আসতে পারে–

১. বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী আয়ুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ে। যেখানে পৌঁছালে (যা সাধারণত সম্ভব নয়) সকলকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

২. বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী আয়ুর নির্দিষ্ট শেষ সময়ের আগে যেকোনো মুহূর্তে। কারণ, জীবনের যেকোনো স্থানে ও যেকোনো মুহূর্তে আল্লাহ নির্ধারিত মৃত্যুর অনুঘটকসমূহের সমন্বয় ঘটতে পারে। আর তা ঘটলে ব্যক্তির অবশ্যই মৃত্যু হবে।

তথ্য-২

... ... يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ۭ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ .....

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৫৪)

আয়াতাংশের প্রচলিত একটি অসতর্ক অনুবাদ : 'ইহাদের আসল বক্তব্য এই যে, যদি কর্তৃত্বের ইখতিয়ারে আমাদেরও কোনো অংশ হইতো তবে এখানে আমরা নিহত হইতাম না। তাহাদিগকে বলো, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও অবস্থান করিতে তবে যাহাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল তাহারা নিশ্চয়ই তাহাদের নিহত হওয়ার স্থানের দিকে বাহির হইয়া আসিত'।

(তরজমায়ে কুরআন মজীদ)

প্রচলিত এ অনুবাদ থেকে চালু হওয়া কথা : যার মৃত্যু যেখানে লেখা আছে সে পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছে যাবে।

আয়াতাংশের প্রকৃত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

অনুবাদ : ... ... এ বিষয়ে (ওহুদের যুদ্ধে বের হওয়া বিষয়ক কর্তৃত্বে) আমাদের কোনো অধিকার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। বলো, তোমরা যদি নিজ ঘরেও থাকতে (এবং) যুদ্ধের স্থানের দিকে (নিজেদের সিদ্ধান্তে) বের হয়ে আসতে তবুও তাদের নিহত হওয়া অবধারিত ছিল ... ..।

আয়াতাংশের শানে নুযুল : ওহুদ যুদ্ধে পেছন দিক দিয়ে এসে শত্রুরা যেন আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য রসুল স. একটি গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ সর্বদা পাহারা দেওয়ার জন্য কিছু সাহাবীকে নিয়োগ করেছিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে শত্রুরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে থাকলে গিরিপথ পাহারাদানকারী সাহাবীগণ গনিমতের মাল সংগ্রহের জন্য গিরিপথটি অরক্ষিত রেখে চলে আসে। এ সুযোগে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে কাফিররা পেছন দিক থেকে এসে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে। ফলে মুসলিম বাহিনী বিরাট বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে এবং তাদের অনেকে শহীদ হন।

আয়াতাংশের অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'এ বিষয়ে (ওহুদের যুদ্ধে বের হওয়া বিষয়ক কর্তৃত্বে) আমাদের কোনো অধিকার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না' অংশের ব্যাখ্যা– যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কিছু সাহাবী ওহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্যয় সম্পর্কে কথাটি বলেছিলেন। অর্থাৎ তারা বলেছিলেন, ওহুদ যুদ্ধে বের হওয়ার বিষয়ের সিদ্ধান্তে তাদের কর্তৃত্ব থাকলে নিহত হওয়ার ঘটনাটি ঘটতো না।

'বলো, তোমরা যদি নিজ ঘরেও থাকতে (এবং) যুদ্ধের স্থানের দিকে (নিজেদের সিদ্ধান্তে) বের হয়ে আসতে তবুও তাদের নিহত হওয়া অবধারিত ছিল' অংশের ব্যাখ্যা– মহান আল্লাহ এ অংশের মাধ্যমে কিছু সাহাবী ওহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের প্রাথমিক বিপর্যয় সম্পর্কে যা বলেছিল সে কথার উত্তর দিয়েছেন। তাই এ অংশের ব্যাখ্যা করতে হবে যুদ্ধ, যোদ্ধা, যুদ্ধের ময়দানের অবস্থা এবং যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের আল্লাহর নির্ধারণ করে রাখা মূলনীতিকে সামনে রেখে। সাধারণ মৃত্যুকে সামনে রেখে নয়।

শানে-নুযুলকে সামনে রাখলে আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে– ওহুদের যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে তারা যদি নিজ ঘর থেকে অন্য কারো নির্দেশে বের হয়ে আসতো তবুও যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের আল্লাহর নির্ধারিত প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী তাদের নিহত হওয়া অবধারিত ছিল।

এ ব্যাখ্যা সঠিক হওয়ার প্রমাণ

তথ্য-১

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ

فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ. اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْٓ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর (সাহায্যের) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা (ওহুদের যুদ্ধে প্রথম দিকে) আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে (আল্লাহ নির্ধারিত প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী) তাদেরকে পরাস্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলে। (এ অবস্থা চলছিল) যে পর্যন্ত না তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং (রসুলের দেওয়া) নির্দেশ সম্পর্কে মতপার্থক্য করলে এবং তোমরা যা ভালোবাসো তা (গনিমত) দেখার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কেউ দুনিয়া চাচ্ছিল এবং কেউ চাচ্ছিল আখিরাত। তখন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য তাদের (মোকাবিলায়) তোমাদেরকে পেছনে ফেলে দিলেন। এতদ্সত্ত্বেও তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন। আর আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। (ঐ যুদ্ধে) যখন তোমরা (বিপর্যয় দেখে পালানোর জন্য) ওপরের দিকে (পাহাড়ে) আরোহণ করছিলে এবং তোমরা কারো প্রতি পেছনে ফিরে তাকাচ্ছিলে না অথচ রসুল তোমাদের পেছন দিক থেকে আহবান করছিলেন, ফলে (এ অন্যায় আচরণের কারণে) আল্লাহ তোমাদের দুঃখের পর দুঃখ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ (নিশ্চিত বিজয়) এবং তোমাদের ওপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে (হতাহত হওয়া) সে ব্যাপারে মর্মাহত না হয়ে (শিক্ষা নাও)। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই অবগত।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৫২, ১৫৩)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটিতে মহান আল্লাহ ওহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের প্রাথমিক বিপর্যয়ের মূল কারণ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। বক্তব্যটি থেকে সহজে বোঝা যায়– ঐ বিপর্যয়ের কারণ ছিল গিরিপথ পাহারা দেওয়া সাহাবীগণের রসুল স.-এর নির্দেশ অমান্য করে গনিমতের সম্পদ আহরণ করতে যাওয়া এবং ঐ সুযোগে পেছন দিক থেকে শত্রুবাহিনীকর্তৃক আক্রান্ত হওয়া।

তথ্য-২

اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ۭ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

এ কি ব্যাপার, যখন (ওহুদে) তোমাদের ওপর বিপদ এলো যদিও তোমরা (বদরে) তার দ্বিগুণ (বিপদ শত্রুদের জন্য) ঘটিয়েছিলে, তোমরা বললে–

এটা কীভাবে এলো? বলে দাও, এটা তোমাদের নিজেদের থেকেই এসেছে। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৬৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– ওহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্যয় ও নিহত হওয়া আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় ঘটেনি। এটি ঘটেছে মুসলিম বাহিনীর কিছু সদস্যের যুদ্ধে বিপর্যয় ও নিহত হওয়া এড়ানোর আল্লাহর নির্ধারণ করে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম/বিধান অনুসরণ না করার কারণে। সে গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম/বিধানটি হলো– যুদ্ধে বিপর্যয় ও নিহত হওয়া এড়াতে হলে শত্রুদের যুদ্ধের ময়দানের পেছন দিক থেকে এসে আক্রমন করার সকল সুযোগ দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াত ৩টির মাধ্যমে তাই সহজে বলা যায়– ওহুদ যুদ্ধে বেশকিছু সাহাবীর নিহত (শহীদ) হওয়ার ঘটনার ভিত্তিতে এটি বলার সুযোগ নেই যে–

১. মৃত্যুর সময় ও কারণ আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত।

২. যার যেখানে মৃত্যু লেখা আছে তাকে পায়ে হেঁটে সেখানে যেতে হবে।

ঘটনাটি ঘটেছিল রসুল স.-এর নির্দেশিত যুদ্ধে বিপর্যয় ও নিহত হওয়া এড়ানোর আল্লাহর নির্ধারণ করে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম/বিধান কিছু মুসলিম যোদ্ধার অমান্য করার কারণে।

মৃত্যু সময় পরিবর্তন করা সম্ভব কি না?

বিভিন্ন অনুঘটকের সংমিশ্রণের মাধ্যমে আল্লাহর নির্ধারণ করে রাখা প্রোগ্রাম/বিধানে মৃত্যুর যে সময় নির্দিষ্ট করা আছে মানুষের পক্ষে তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে মহান আল্লাহ তাঁর নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তা পারেন। আর আল্লাহ তা করেন কোনো অনুঘটকের কার্যকারিতা পরিবর্তন করে দেওয়ার মাধ্যমে। মহান আল্লাহ ঐ নির্বাহী আদেশ দেন 'কুন' শব্দের মাধ্যমে। যেমন– জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে কেউ পড়ে গেলে বা কাউকে ফেলে দেওয়া হলে তার মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু ইব্রাহীম আ.-কে যখন জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো তখন আল্লাহ তা'য়ালা ঐ আগুনের প্রতি নিম্নোক্তভাবে তাঁর নির্বাহী আদেশ প্রয়োগ করেন–

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ.

আমরা বললাম– হে আগুন! শান্তিদায়ক ঠান্ডা হয়ে যাও ইব্রাহীমের জন্য।

(সুরা আল আম্বিয়া/২১ : ৬৯)

আল্লাহর এই আদেশের সাথে সাথে আগুনের দাহ্যক্ষমতা চলে যায় এবং তা ইব্রাহীম আ.-এর জন্য শান্তিদায়ক ঠান্ডা তথা এয়ার কন্ডিশানে পরিবর্তিত হয়।

তবে নিজের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান নিজে বার বার ভঙ্গ করা কোনো ভালো শাসকের পরিচয় বহন করে না। আল্লাহ হলেন সবচেয়ে ভালো শাসক। তাই নিজের তৈরি আইন তিনি সহসা ভাঙেন না। মানবসভ্যতার কল্যাণের জন্য বিশেষভাবে দরকার হলে শুধু তিনি তা ভাঙেন বা পরিবর্তন করেন।

আয়ু বৃদ্ধি হওয়ার জন্য মানুষ যা করতে পারে

আয়ু বৃদ্ধি হওয়ার জন্য মানুষ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে পারে–

১. আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী জীবন হরণকারী বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা।

২. জীবন হরণকারী বিষয় ঘটলে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধানে থাকা পদ্ধতি অনুযায়ী তার চিকিৎসা করা।

৩. যে সকল জীবন হরণকারী বিষয়ের চিকিৎসা এখনো আবিষ্কার হয়নি তা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

৪. আল্লাহর কাছে দোয়া করা যেন তিনি–

ক. জীবন হরণকারী বিষয় থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করেন।

খ. জীবন হরণকারী বিষয় ঘটলে তার যথাযথ চিকিৎসা হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেন।

গ. জীবন হরণকারী বিষয়ের কার্যকারিতা পরিবর্তন করে দিয়ে মৃত্যু হতে না দেন।

ঘ. অথর্ব হয়ে যাওয়ার আগে মৃত্যু দেন।

শেষ কথা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ! আলোচ্যবিষয় সম্পর্কে কুরআন, হাদীস, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও আকল/Common sense/বিবেকের তথ্য পর্যালোচনা করে আমার পক্ষে যা জানা ও বোঝা সম্ভব হয়েছে তা লিখেছি। আপনাদের কাছে আরও তথ্য থাকতে পারে। দয়া করে আমাকে জানালে এবং সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ। আশাকরি, বইটি মৃত্যুর সময় সম্পর্কে সারা বিশ্বে প্রচলিত থাকা ব্যাপক ভুল ধারণা উৎপাটন করতে সহায়ক হবে। আর এর মাধ্যমে মুসলিম জাতি যেমন দীর্ঘায়ু হয়ে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে জীবন কাটাতে পারবে, অন্যদেরও তেমনি পথ দেখাতে পারবে। ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রেখে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি।

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
৪৩. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬
- **ইউকা ক্যাম্পাস**
  বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
  ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮